উৎসর্গপত্র

ন কালযোগতোৰ্যাপিনোনিত্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ।

গীতা ৯/৩৪

অনাবৃত শিলালিপি

প্রথম প্রকাশ / ৬ আশ্বিন ১৩৬৭ ॥ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রকাশ করেছেন ঃ

স্বনম

১০ / ২ বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট

কলকাতা ২

মুদ্রণে ঃ

তাপস সাহা

তরুণ প্রিন্টার্স

২৯ কলেজ ষ্ট্রিট

কলকাতা ৭৩

১

আমার চারপাশের পৃথিবী আসলে আমার চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে আমার বোধের বিভিন্ন রূপান্তর। আমি তাদের যেরকম বুঝি তারা কি সেরকম? তারা তাদের মত। অথচ আমার পৃথিবী আমার বোধের পৃথিবী।

বিশ্বকর্তার বোধের রূপান্তর তাহলে বিশ্বপ্রকৃতি। আমার স্ত্রী আর আমার বোধের স্ত্রী এক নয়। আমার ছেলে আর ছেলে সম্পর্কে আমার বোধ—এর বাইরে আছে রূপান্তরিত পরমাত্মার প্রকাশিত হওয়ার বোধ—বিশ্বপ্রকৃতির ধরা দেওয়ার আকুলতা।

এই শরীর যার সীমা, সেই অসীম প্রাণের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবো কেন? মহাকালের বুকে এই প্রাণ সীমাবদ্ধ এই শরীরে যতটুকু সময় পেয়েছে: তাকে আর অযথা অতিবাহিত হতে দেওয়া যায় না।

২

সূর্য হঠাৎই ওঠে। ঠিক কখন ওঠে বোঝা যায় না কিছুতেই।
নির্মেঘ আকাশে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও বোঝা যায় না।

বোঝা যায় না বলে জানা যায় না তা নয়,
দেখা যায় না তা-ও নয়; অনুভব তো করাই যায়।

উৎপত্তিমূলক মূল সত্যগুলোকে অনুভবের মধ্যে
ধরা ছাড়া প্রমাণ পাবার আর কোন উপায় নেই।

চেতনার সূর্য যার হঠাৎ উঠেছে, তার আলোকিত
জীবনচর্চায় কোনো ফাঁক থাকে না। অন্যদের শূন্যতাকেন্দ্রিক গতিবিধি
তাকে ক্লান্ত করে, উৎক্ষিপ্ত করে।

৬

রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে।

তা তো জাগে ; কিন্তু তাকে ধারণ করবো কিভাবে ? অমন যে মহিয়সী গৃহসঙ্গিনী আমার, যিনি রোজ সহ্য করেন আমার মূর্খতা, বেয়াদপি, সমালোচনা করেন আমার ভুলের, রোজ মনে করিয়ে দেন কবে সেই পূর্বজন্মে এক ত্রয়োদশীকে তুলেছিলাম শয্যায়, মা-কালীর ক্যালেণ্ডারের দিকে আড়চোখে চেয়ে আমার সেই অ-প্রেমিক দেহজর গ্রহণ ক'রে যে প্রায় অস্ফুটে বলে উঠেছিল— কী হবে তাহলে, কী হবে ?
কিছুই হবে না আসলে, কিছুই হয় না যে, তা আর আমার চেয়ে বেশি কে জানে ! মনে করিয়ে দেন আরও কত কি ! আমার ভুলগুলির উৎস আমার মা-বাবা, এত ভুল তিনি আর বহন করতে পারবেন না ইত্যাদি ; অর্থাৎ এইভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে সব সঠিকতা, নিঃশেষ হয়ে যাবে ধারণসম্ভাবনা, নিঃসন্তান এইসব উন্মাদনা নিয়ে আমি কি তাহলে ফের ফিরে যাবো নেশাতুর সেই অ-জীবনে ?

ফেলে যাবো, এই ছলনাসম্বল গার্হস্থ্য গোপন সন্ন্যাস ?

৪

ভাই যখন সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল, আমি মুড়ি খাচ্ছিলাম। তারপর বৌ-ছেলে নিয়ে দাদা চলে গেল হিমাচল। বোনের বিয়ে হয়ে যাবার পর আর এক ভাই বড় কর্তা হয়ে গেল খুব ; তার বউয়ের জন্য দুধ গরম করে রাখে মা, বাজার থেকে কুঁচোমাছ, কিনে আনে বাবা, বৌমা টক খেতে ভালোবাসে ব'লে। এ'সবের মাঝখানে আমি পছন্দ করি বিউলির ডাল আর পোস্ত, দিবানিদ্রা। আমার বউ চাকরি করে মফঃস্বলে. নার্স ; সেখানেই থাকে।

মা আর বউয়ের মাঝখানে, প্রবাসী দাদা আর সন্ন্যাসী ভাইয়ের মাঝখানে, অবসরপ্রাপ্ত বাবা আর খবরের কাগজের মাঝখানে, চাকরি আর আড্ডার মাঝখানে. অভিমান আর বিপর্যয়ের মাঝখানে, শিশুপুত্রহীন এই আমি, ভাসমান মসৃণ

এক দিনযাপনের খেলায়, আপাত-অবিন্যস্ত সময়ের ভেতর থেকে
তুলে নিচ্ছি অপার আনন্দছলনা, যার প্রতিক্রিয়া থেকে চারপাশে
মানুষের নিরানন্দ বাড়ে, কমে ; তারা চিন্তায় পড়ে যায়।

তাদের সবাইকে সুখে রাখতে গেলে আমাকে খারাপ
থাকতে হতে পারে ব'লে আমি পছন্দ করি শ্মশান, বুলডগ,
সুন্দরী লোভী যুবতী, দাবা এবং মদ—যা ঈশ্বরের বিকল্প।

অভিমান অপ্রয়োজনীয় বলে যারা বেল্টের দোকানে
খুঁজে বেড়ায় সানগ্লাস, দেখাদেখি যারা চামড়ার ব্যবসায়ী তারা কাঁচও
কিনতে শুরু করে ব'লে—আমি অপছন্দ করি ট্রাম, শুভবোধ,
সাম্যবাদ ও টাইপমেশিন , অপছন্দ করি রেফারির বাঁশি, গোলকিপারের ভয়

শুধু প্রয়োজনবোধই আমার গতিমূল ; আর সব নীতিকথা,
সত্যফত্য, আপেক্ষিক আপেলের মতন ঝরে গেলে, আমি আবিষ্কার
করবো বাকি পৃথিবীর পক্ষে মানানসই কিছু তত্ত্ব ; যা বেঁচে
থাকার মাঝে মাঝে আওড়ানো দরকার মানুষের ; যা জীবনকে
অর্থহীন স্বপ্নিল পূর্ণতার নীল ছবি দেবে।

আমি হাততালি দেবার জন্য বসে থাকবো অনন্তকাল ;
যাদুকরের মূর্খতা ধরে ফেলে আনন্দে পুলকিত হবো একা ;
সাহায্য করবো শুধু নিজেকেই। সোনার খনির ভেতরকার
গুম খুনের আবহাওয়া ছড়িয়ে রাখবো আমার চারপাশে,
দক্ষ শ্রমিকের ভঙ্গিতে ট্রলি চেপে নেমে আসবে যুবতীরা ;
আমি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলবো

—ফিরে যাও !

—ওইসব মাংসের স্বরলিপি অনাবশ্যক ; আমি
কাশফুলের গায়ে বাতাসের সহানুভূতির মত সেবা চাই ;
সমালোচনা অপছন্দ করি। জ্ঞানবুদ্ধিবিবেক বর্জন করে
কাছে এলে, আমি তোমাকে অনন্ত আলোর মধ্যে নিয়ে যাবো।…

৫

কয়েকটি অমূলক ভয় ছাড়া তোমার আর কোনো ভুল নেই ; দুপুরের রোদে চাঁপাতলায় ঘুমিয়ে পড়ে ঠিকই করেছিলে ; সূর্য উঠেছিল কিনা মনে না পড়লে তুমি দুঃখ কোরো না ।

সেলাই মেশিনের কাছে মনের কথা বললে সে তোমাকে ক্লান্তিকর প্রতিশব্দে ফিরিয়ে দেবে পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধ বাণী ; তুমি বেসিনের কাছে গিয়ে জলের আশ্রয় নিও তারপর ।

আমি আরও জানি, বাবাকে ওষুধ খাওয়ানো শেষ করে তোমাকে দাঁড়াতে হয় মধ্যরাতের খোলামেলা প্রতিধ্বনিহীন বারান্দায় ; নক্ষত্রমণ্ডল থেকে যদি সংকেত আসে, প্রতিবেশী সমবায়-আবাস থেকে যদি ভেসে আসে বেসুরো অর্গ্যান, যদি ব্যর্থ মাতালের গান তোমাকে ফিরিয়ে দেয় গতজন্মের গ্লানি, যদি পলাতক আততায়ীর পদশব্দ শুনে মনে পড়ে এ'জন্মের ব্যর্থতা, যদি সূর্যের প্রতিফলিত আলোর কুহকের মধ্যে পূর্বজন্মের ইঙ্গিত পাও হঠাৎ কখনো……

৬

সব মানুষের মধ্যেই তাহলে থেকে যায় পাগলামি ;
যৌনআর্তি, হত্যার ইচ্ছা, ধর্ষণের লোভ, অকারণ চৌর্যপ্রবণতা ;
সব সূর্যের মধ্যেই সংগঠিত আছে সঞ্চিত উত্তাপের মূল
উপাদান যা বায়বীয়। সব জলের মধ্যেও কি ঠিক তা-ই নেই ?

সংযম বা ব্যবহারবিধির তারতম্য অনুযায়ী জন্ম নেয় নাম ;
যেমন, জল অথবা আগুন ; মানুষ অথবা পাগল ; গ্রামসেবক অথবা
ধর্ষিতা, রাজনীতি অথবা অপমান।

অনন্তরমণ লক্ষ্য করে জেগে আছে শরীর যার অশ্রু আছে,
আছে মল, বীর্য, আঘাতপ্রিয়তা, সাধনা ও লোভ, পরাক্রম।

নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে ফুলও তবে রেখে যায়
পরাগের স্মৃতি, আনন্দের ভ্রাম্যমানতা।

৭

ওই স্তব্ধ মুখচ্ছবি দেখে মনে পড়ে আমাদের হিমালয় পর্বতমালাও একদিন সমুদ্রগর্ভের অতলে প্রোথিত ছিল ; মনে পড়ে সব কথাই বলা হয়ে গেছে বহুবার।

তবে কি বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই করবার নেই আমাদের ? আজ কি তবে মহাপুরুষদের ঐশ্বর্য নিয়ে কেবলই হাসাহাসি করবো আমরা ? পয়ঃপ্রণালীর কুণ্ঠিত প্রত্যাখ্যান দেখে আমরা কি অভিমানী হয়ে উঠবো আরও ? পৌরুষ কি তাহলে অভিমানবিরোধী ?

আজ কেন মনে হয় হিরোসিমার ইতিহাস ততখানি কলঙ্কের নয় যতদূর প্রাথমিক স্কুলশিক্ষকের ছেঁড়া জামা ? আজ কেন মনে হয় পরিচ্ছন্নতার মধ্যে ঈশ্বরত্বের পাশাপাশি সুনিয়ন্ত্রিত শয়তানও বসবাস করে ?

যেরকম পানিফলের পাশে জলঢোঁড়া, রমণীর মধ্যে থাকে মেজবৌ, বিচারকের মৃত্যুর পরেও যেরকম বেঁচে থাকে দ্বীপান্তরের আসামী ও মুহুরির নথিপত্র।

৮

তফাৎ খুঁজতে গিয়ে দেখি আমিই দায়ী। সেই কোন প্রাচীনকালে যাকে পরিত্যক্ত ফাটা বাসনের মত ফেলে দিয়েছি আস্তাকুঁড়ে, আজ দেখি সেও ফিরে আসে মানুষের দোকানদারির প্রতিভায়; তবে তাকে নতুন করে ডেকে নিতে হবে কাছে ?

মালিকানা বদলের এই ভৌতিক হাস্যকর খেলা চলতে থাকবে অনন্তকাল; তবে আমি শুধু শুধু দায়ী হবো কেন ? এই ভার তাহলে তোমারও, এই অন্ধকার বাঁধের নীচে ঘুমন্ত মাছেদের চলাফেরা তোমাকেও মেনে নিতে হবে—যতই আঁকড়ে থাকো ছিপ-আবিষ্কারক সেই প্রয়াত বিজ্ঞানীর মধুস্মৃতি অথবা ছদ্মবেশী সমাজসংস্কারকের বক্তৃতা; রাত্রিপ্রহরী ওইসব ক্ষিপ্ত যুবকদলের কাছে তোমাকেও দিতে হবে কৈফিয়ৎ—আত্মপরিচয়

ভুলে গেলে চলবেনা, প্রমাণসাপেক্ষ তোমার ও অন্তর্বেদনা। আজ তোমার পলায়নলোভও তাহলে হয়ে উঠতে চায় প্রতিষ্ঠান। আজ তাই নির্বিকার জালনির্মাতার সুনিপুণ কারুকার্য দেখি; দেখি সুশিক্ষিত আঙুলের পরাক্রম। বুঝতে পারি—পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টায় অনেক আপেক্ষিক ও ইচ্ছাকৃত ভুল ছিল।

৯

যাকে আশ্রয় করে আজ তুমি পরমার্থ তুচ্ছ করতে চাও,
হে মানুষ, মনে রেখো, সে তোমাকে ততখানি তোমার মত ক'রে
কাছে পেতে কখনও চায়নি ; চেয়েছে তার আপন অভীপ্সার ক্ষতিপূরণ ।
তাতে তেমন দুঃখের কিছু নেই, মনে রেখো, বাসা বোনা
শেষ হলেও নিতান্ত স্বভাববশতঃ খড়কুটো সঞ্চয় করে যায়
পাখি ; আত্মস্থ থাকা প্রকৃতপক্ষে উদাসীন ষাঁড়েরই স্বভাব ;
মানুষের নয় । যে তোমাকে শেষ পর্যন্ত চঞ্চল ক'রে তোলে সে
তুমি নিজেই ; নিস্পৃহার মধ্যে তবু কোনো সুখ নেই ; স্বেচ্ছাউপবাসীর
যেমন অহংকার মানায় না ; ভিখারীর জন্য নয় নির্বাচন ; আজ তুমি
মেনে নাও এই গ্রহের ফের, প্রকৃতিচক্র । বাতাসের স্বরূপই এই, তোমারও
মনের ওপর জমাতে চায় মেঘ, তবু তুমি আকাশ হোয়োনা, কেননা
আকাশ ব'লে কিছু নেই, আছে শূন্যতার রূপান্তরপ্রিয়তা,
তুমি সব অক্ষমতা নিয়ে সেই রূপচক্র মেনে নাও আজ ।

১০

যতদিন কাছে ছিলে, ভালো করে তাকিয়ে দেখিনি।
তুমি তো আছোই জেনে ছুটে গেছি তার কাছে
যে রয়েছে দূরে।

আজ তুমি কাছে নেই,
যে আগেও দূরে ছিল, সে-ও, আজও, দূরেই রয়েছে!

কাছে আছে শুধু শাদা পাতা
হৃদয়ের ছাইগুলি সযত্নে সেখানে সাজাই।

১১

এইসব ইচ্ছাগুলি স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতাই রসের গতিময়তার কারণ, আনন্দের পরিপূরক সংঘাত। অনিদ্রারোগীর কাছে যেমন সংযম অর্থহীন, অতৃপ্ত মানুষের কাছে তেমনি শুভবোধ। বাতাস ও অগ্নির নিয়ন্ত্রিত সংযমে পরিচালিত হয় যাবতীয় যন্ত্রযান, তবু আরোহী ও দুর্বৃত্তের সমস্যা আলাদা। একই শক্তির প্রবাহ প্রকৃতির সর্বাঙ্গে; তবু পালিয়ে বেড়ানোতেই হরিণজন্মের সৌন্দর্য্য; তাড়া করে যাওয়াই বাঘের ধর্ম; সুচতুর অতর্কিত লাফ দিতে পারাতেই চিতার সার্থকতা; হাঁটতে শুরু করার জন্যেই দাঁড়িয়ে থাকা, স্বপ্নহীন গভীর ঘুমের স্বার্থেই পরিশ্রম, উচিতার্থে বিধিলিং জেনেও অনুচিত কাজেই লুকিয়ে থাকে স্বাভাবিক উল্লাস: এভাবেই ধ্বংসের প্রক্রিয়া বপন করে আকাঙ্খার জ্যামিতি; আবহমানতার ভূগোল সমুদ্র ও পর্বতশৃঙ্গময় হয়ে ওঠে…

১২

অশ্রুসমুদ্র বাষ্প হয়ে যায় যে মহাসূর্যের তেজে, আমি তার অন্তরের অস্তিমে যেতে চাই। আমি দেখেছি নাগরিক নৃত্যছন্দ, শারীরিকতার মালিন্য প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ততায় কিভাবে মলিন হয়ে যায়; দেখেছি গ্রাম্য ভাসান, শিশুদের পরিণত উল্লাস, বৃদ্ধের অপরিণত শিশুত্ব, দেখেছি দাসত্বের অভিমান ও উৎস, দেখেছি শয্যার প্রয়োজনীয়তা ও অর্থহীনতা; দেখেছি ক্লান্তি ও হাহাকারের অভিক্ষেপ কিভাবে সৃষ্টিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়; ধ্বংসকে সৃষ্টির দিকে।

আমি এই যাতায়াতের অন্তরের অস্তিমে যেতে চাই।

১৩

এইসব মানুষেরা কেবলই তোমার কথা বলে। আমার সময় নেই অত, কেন যে বোঝে না। জুলি বলছে ঘরে ফিরে যেতে। খাওয়া-দাওয়া বাকি, ঘুমোতেও হবে আমাদের, সেরকমই কথা। সব ঢেউ থেকে উঠে আসছে তোমার হাসি।

ওই ঢেউ কাছেও আসেনা, কেবল গর্জন জানে তারা।

প্রশান্তি তোমার জন্যে নয়, সমুদ্রের জন্যে নয়, আমি জানি। আত্মা নয়, কিছু অশ্রু দিতে পারি তাকে।...

১৪

কাঁটাঝোপের ভেতর বসে শীতের রোদ্দুরে হঠাৎ উল
বুনছো কেন তুমি! মাছেদের দেশ থেকে ফিরে এসে, তোমার
সারা গায়ে এখনো যে আঁশ লেগে আছে। জলজ উদ্ভিদের
গন্ধময় ওই দেহে অজস্র উল। দুটো কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে
হাতের আঙুলে, ঈষৎ ছন্দে। কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে
কেন? এই গোপন সাধনা কেউ জেনে ফেলবে বলে!

শরীরের ওম থেকে উল তুলে আনছো বলে আজ
তোমার সারা দেহে রক্ত নেই একবিন্দুও। মাছেদের দেশে
তুমি অজ্ঞাতবাসে ছিলে তাই আজ শুধু সারা গায়ে আঁশ।
…মানুষেরা আজ তোমাকে দূর থেকে দেখে। কাঁটাঝোপের ভেতরে
তোমার অক্লান্ত উল-বোনা দেখে। ভয় পায়।…

হিসেবসর্বস্ব ওইসব মানুষেরা কিছুতেই সাধনা বোঝে না!
তোমাকে একবার মেনে নিলে তাদের যে অপূরণীয় ক্ষতি…

১৫

অনুতাপ আর মানায় না আমাকে। এক ভুল, কতবার করা যায়? লাঞ্ছনা আর অপমান মুঠোয় ভরে এক বুক ভালোবাসা নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে? নেশার স্বর্গ থেকে সুস্থতার নরকে যে তোমাকে নিয়ে এসেছে বারবার, আজ তাকে ভুল বোঝো কেন? সরলতা ছিল যদি, সংযম কেন যে ছিল না।

আজ, দেরী হয়ে গেছে। চিঠি নয়, ধ্যান নয়, প্রেম নয়, টাকা দাও কিছু!

১৬

ওই যায় বুড়োবুড়ি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রতীকের মত ;
ওইরকম যাওয়া হবে না আমার কখনো। মানুষের দিকে নয়
—ওখানে তেমন কোনো নেশা নেই—প্রতারণা, আদেশপালন,
ওষুধ ও অপমান আছে। আমি তাই সেদিকে যাইনি। আমি তো
উন্মাদনার কাছে বিকিয়ে দিয়েছি যাবতীয় শর্তমালা, আমাকে
মানুষ ভাবো কেন ? ভূতগ্রস্ত রাক্ষসের মত আমার এই
পদচারণা কারও ক্ষমা নয়, অনন্ত সমালোচনা চায় শুধু।

উপেক্ষা ক'রো, উপেক্ষা ক'রো, উপহার দাও শুধু
নিরন্তর প্রহারের বেলা, আমি কথা দিতে পারি—ভিক্ষাপাত্র
নয় আর ; হাতে তুলে নেবো পানপাত্র। শূন্য এই পাত্র হাতে
আমার নৈশ ভ্রমণ তোমাদের সফল ঘুমের পাশে জেগে থাকবে,
যতদিন মানুষ থাকবে পৃথিবীতে...

১৭

সে কি এসেছিল ? কিছুদিন বারান্দায় বসে থাকি ; দেখি একই গাছ। ছোট গাছ বড় হয়, বড় গাছ আরও বড় কখনও হয় না ! পাখিরা কেবলই ডাকে ; খায় কিছু, উড়ে যায় খামোকা হঠাৎ। ডাকা, খাওয়া, উড়ে যাওয়া— পাখিদের কাজ। বাসা বাঁধা ? সকলের নয় !

বাতাসে ঘরের পর্দা অল্প দুলে ওঠে। মনে হয় কেউ চলে গেল ! এতক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল একা। ডাকবে বলে ভেবেও, ডাকেনি। জানালায় শান্ত শীতকাল। মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছি আমি।...

সে কি এসেছিল ?

১৮

আধমরা ওই নদীর স্মৃতির মত এক নদীর নাব্যতা
থেকে উঠে আসছে ওই যে মানুষ, ও কে? ও-ও কি ওই
নদীর মতই—অর্ধমৃত, মানুষের স্মৃতির মত মানুষ?
ওর শরীর দেখে তো বৃদ্ধ বলেই বোধ হয়, তবু পদক্ষেপ
দৃপ্ত যুবকের মত কেন? তবে ও কি দানব অথবা দেবতা?

দেবতা নয়, দেবতার মুখ এত অপ্রসন্ন হয়না কখনো;
দেবতারা ক্ষমাশীল, স্ফূর্তিবাজ, সর্বজ্ঞের ভাণ করে অমরত্ব
পেয়ে গেছে তারা। মাঝে মাঝে বিপন্নও হয়।

তবে কি দানব? তা যদি না হবে, তবে তার সর্বাঙ্গে
এত পর্বতপ্রায় কঠিনতা কেন! নিজস্ব ক্ষমাশীলতার মূল
শর্তগুলি আবিষ্কার ক'রে সে কি তবে রোধ করতে পেরেছে
তার অনিবার্য ক্ষয় স্বরলিপি?

অত্যাচারপ্রিয় আত্মমগ্নতার নরক থেকে সে কি
মায়ামন্ত্রে নির্মাণ করতে চায় স্বর্গোদ্যান, এই সর্বংসহা
মুহ্যমান মাটির জগতে? সে কি দেবদূত?

নাকি স্বার্থপর সেই মেঘনাদের কোনো প্রতিশোধপরায়ণ
ছদ্মবেশী বংশধর—যে শুধু জয় ভিন্ন অন্যসব অভিধাকে
অপছন্দ করে? নাকি সে, কবরের তলা থেকে কোনো
হিন্দু ঈশ্বরের হাঁসফাঁস শুনে ফেলেছে আজ—চাই চাই চাই,
মানুষ চাই, রক্ত চাই, অজ্ঞানতা চাই, ধ্বংস চাই, মৃত্যু চাই—
সব চাই, মূর্খ জনগণের মুক্তির জন্য আজ তাদেরই বিলোপ চাই আমি...

ওই নষ্ট নদীর মানুষ আজ কোন্ সমুদ্র খুঁজে ফেরে?
সেই অমৃতসমুদ্রের বিন্দু বিন্দু লোনা জল, সে কি আজ
গলা টিপে পান করাতে চায় অর্ধমৃত ওই অকালপক্ক নির্বোধ
জনতাকে? অবতার হবার লোভে পরোপকারী এক আত্মহননের
এই ঝোঁক থেকে—কে তাকে বাঁচাবে?

১৯

গতরাতে মাছ চুরি করেছিল যারা, তারা ভালো আছে।
শুধু আমি ভালো নেই, কিছুই চুরি করতে পারিনি আজও,
এমনকি ডাকাতিও করতে পারিনি , যখন তোমাকে চেয়েছি
—তুমি তিনতলার জানলা দিয়ে দেখালে মাছচোর মানুষের
হাতে আলো, কলরব, দূরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে হারিয়ে
যাচ্ছে রাত্রি ; আমি যতবার তোমাকে ডাকলাম, বললাম
—ভোর হয়ে যাবে, এখনি যে ভোর হয়ে যাবে ! তুমি
শুধু—এই ছাদ থেকে ওই ছাদ, একই ছাদের ভেতর এত ছাদ·
এসব কেমন করে হল ? বলতে বলতে নেমে গেলে নীচে,
আবার যখন উঠে এলে ওপরে—তখন আর তোমাকে চাওয়া
যায় না ; বিকেলের তেজপাতা গাছে বসেছিল মায়ের টিয়াপাখি
—তাকে দেখে তোমার সে হাসি, যেন পূর্বপুরুষের ছোঁয়া—
তুমি মেনেও মানবে না, যেন আশীর্বাদ ভুল, অভিশাপই
তোমার যোগ্য খেলনা ছিল তবে ? তুমি জানো, সার্থকতা
সকলেই পাবে—তাই কি, আমার বাহুবল উপেক্ষা করে
তুমি জানতে চাও তাদের জীবন, যাদের হাতে টর্চ, জাল ;
মনে কিছু মাছ চুরি করার সঙ্কল্পমাত্র ; তুমি তাহলে ভালোবাসো
মাছ ও অভিযান ; রাত্রি ও শয্যা তবে কার ছিল ? যে বন্ধু
ঘুমিয়ে পড়েছে পাশে, তাকে কি ডেকে তুলবো আজ ? ঘুম
থেকে তুলে, তাকে, বন্ধুকে, তোমার নিরুদ্দেশবার্তা হঠাৎ শোনাবো ?

২০

যাকে দেখে জ্বলে যাচ্ছে আপাদমস্তক, তাকেও জানিয়ে রাখতে হবে অনুরোধ—অসুবিধে হলে বলবেন। বাড়ি ফিরে দেখা যাবে নিজেরই দরজায় হেসে উঠছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অচেনা এক তালা। তল্লাসীর পর জানা যাবে, চাবি আছে শান্তিকমিটির রাত্রিদপ্তরে। নৈশ প্রহরীরা তবে কার দলে?

জল চলে গেল বলে দারোয়ানকে দোষ দেওয়া ভুল হয়েছিল? কারশেডের ফিস প্লেট চোরও, আজ কায়েমী স্বার্থের কথা বলে। প্রতিবাদ ততদুর ভালো, যতখানি বিপদ না আনে! বাকি কথা, ঘরে বসে হবে।

যাকে আজ ভালো লাগছে খুব, গলে গলে ঝরে যাচ্ছে চেতনা ও অস্তিত্বসার, তাকে বলি—আমি নাবালক; মানুষের মূর্খতা আমাকে উন্মাদ করে তোলে। আমাদের সব দাবী মেনে নিতে হবে—বলতে বলতে ভেঙে পড়ে বহুতল বাড়ি থেকে নামী দামী দুঃখী ইঁটেরা। যদি ফের মিশে যাওয়া যেত সেই পুরনো মাটিতে······।

শেষ রাতে, গলির মোড়ের সারি সারি লাল পতাকার কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে লালা···বিয়ে বাড়ি ফেরৎ অবসন্ন কুকুরেরা সেই দৃশ্য দেখে কেঁদে ওঠে···যৎসামান্য শব্দ হয় তাতে, রাত্রিশেষের উলঙ্গ উন্মাদিনী ওই বৃদ্ধা ছাড়া আর কে, হেঁটে যেতে যেতে, হেসে উঠবে আজ!

এত দায় কার।

২১

আমি বললাম—ভালোবাসি। তোমরা আমার সর্বাঙ্গে
যুগ যুগান্তর ধরে উপহার দিয়ে গেলে পেরেকের মালা।
আমারই রক্তের রঙে লাল হয়ে উঠলো করবীফুল—আর
সেই রক্তকরবী আমারই পায়ে দিয়ে তোমরা পুজো করলে
আমাকে। পুজো তো চাইনি আমি কোনোদিনই—চেয়েছিলাম
জ্ঞানবুদ্ধিবিবেক-বর্জিত ভালোবাসা, যা শুধু আমি একাই
দিয়ে এসেছি এযাবৎ। তবু তোমরা ভালোবাসো তর্কাতর্কি,
অযথা বিভ্রম থেকে ঝরে পড়ে নীল আলোর সর্বনেশে মায়া।
আমি তো একবার ফেলে দিয়েছি তর্কশাস্ত্র অন্ধ নদীজলে, প্রেম-
সংকীর্তনে ভাসিয়ে দিয়েছি জনপদ—তবুও তো কিছুই হল না।
আর একবার অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছি যথাসর্বস্ব—যে কোন
মানুষই হতে পারে এক একজন কল্পতরু—কত যে বলেছি।
তবুও তো কিছুই হল না।

আজও কারা জাল বোনে, মাছের চারা হাঁড়ির
ভেতরে নিয়ে আজও কারা নাড়া দেয় জল? আরও কত রক্ত
তবে অশ্রু হয়ে ঝরে যাবে শুধু? বাষ্প ও রক্তের মধ্যে লুকোনো
থাকবে আরও কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্থাপত্য ও সম্ভাবনা—
আরও কত মেঘ শুধু দূর থেকে দক্ষিণসমুদ্র দেখে
মনে মনে কবিতা বলবে আর ঝরে যাবে ব্যর্থ জনপদে?

২২

শুধু সহ্য করে যাওয়ার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। শুধু প্রতিবাদ করে যাওয়াও অপচয়।

থেঁতলে যাওয়া কদমফুলের প্রতিবাদস্পৃহা জড়িয়ে থাকে জীপের টায়ারে ; মফঃস্বলের ওই মোটরবাইক উড়ে যায় মনুষ্যত্বহীনতার দিকে ; দুপুরের ধানক্ষেতের পাশে ওই যে নবদম্পতি এগিয়ে যায় সিনেমাহলের ঘুম ভাঙাবে বলে—ওরা অপচয় অপছন্দ করে।

ছদ্মবেশী উদ্ভিদের ভঙ্গিতে ওরা শুধু বেঁচে থাকে।

২৩

রমণীরা জানে ছন্দ ও ছন্দের অপব্যবহার। জানে না গদ্যকবিতার
কূটচাল, কাঁকরবিহীন তণ্ডুল ঘিরে তাদের শাড়ি বিস্তার করে
সমস্যার ভাঁজ, তারা অব্যবহার্য বোধে ফেলে রেখেছে কড়ির ঝাঁপি।

সমুদ্রের ধারে কারা হারিয়ে ফেলেছিল ঘরদোরের
একগোছা চাবি, তাদের আকুলতা আজ আর মনে নেই। মনে
নেই সব ঢেউয়ের তাৎক্ষণিক সেই ভালোবাসা কিংবা আস্ফালন।

শুধু অস্থায়ী টি-স্টলের বাচ্চা মেয়েটিকে মনে আছে
যাকে উপহার দিয়েছিলে নক্ষত্রের মত কানের দুল, কাঁচের চুড়ি!
তার নাম ঝুমি।

সমুদ্রের চেয়ে বেশি জেগে আছে সেই ঝুমির হাসির
শব্দ, চামচ নাড়ার টুংটাং।

১৪

তোমার আর্তনাদ শুনে যারা উচিত অনুচিতের কথা
বলাবলি করে, তোমাকে জীবনের অনিত্যতা বোঝায়—তারা
শুধু উদ্দেশ্যসাধন চায়, পেতে ভালোবাসে যখন যা কিছু
দরকার সবই ; তাদের সবাইকে ভালোবেসে তুমি যখন ছাদে
পায়চারি করো একা, তোমার ব্যর্থতা দেখতে পায় শুধু নক্ষত্র,
তারা হাসে ; দেখে—তোমার পেছনে মুখ লুকিয়ে ফেলে
হাঁটু গেড়ে বসে আছেন ঈশ্বর—যেন সব জারিজুরি আজ ধরা পড়ে গেছে।

অব্যবহৃত থাকার দুঃখের চেয়ে নিষ্পেষিত হওয়ার
সুখ অনেক বেশি—ঈশ্বরের এই আপ্তবাক্যের উত্তরে তুমি
হেসে ফেলোনা তারপর।

নিজের ও অন্যদের—অনেক নিষ্ঠুরতা আবিষ্কার বাকি আছে।

২৫

মৃত্যু-উপত্যকার মধ্যে ঘুরে বেড়াই একা। এত মৃতদেহ, মৃত্যুকে শত্রু বলে মনেই হয় না। বিলাপের জন্য সময় নষ্ট হয়ে গেলে সৎকারে দেরী হয়ে যাবে।

যারা বেঁচে আছে, তাদেরই কেউ দ্রুত হাতে সরিয়ে ফেলছে সব প্রমাণ।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্যে আজ আর জীবিত নেই কেউ। তবুও সে ভয় পাচ্ছে কাকে?

মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে ফেলতে সে মুছে নেয় কপালের ঘাম। ক্রমশঃ ভুলে যেতে থাকে দুর্ঘটনার প্রকৃত কার্যকারণ।

মনে পড়ে তুচ্ছ সব কথাকাটাকাটি; মনে পড়ে হাস্যকর যুদ্ধযাত্রা

২৬

জলপ্রপাতের মত আছড়ে পড়ে শুধু দুর্ঘটনা। মানুষের সহ্যের কোনো সীমা নেই!

একাকিত্ব ভার হয়ে এলে যার কাছে ছুটে যেতে হয়,
সে বোঝায়, প্রকৃত যন্ত্রণা ছিল প্রেমে।

প্রকৃতি ও মানুষের মাঝখানে, শত্রু ও বন্ধুর ছলনায়,
ঈশ্বর ও যৌনতার দ্বন্দ্বে, অনুভূতি ও বাস্তবের জড়তায়,
যা শেষ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকে তার নাম নৃত্যময় স্মৃতি।

অর্থাৎ শূন্যতার স্বরলিপিকে ভয় পাবার কিছু নেই।

২৭

অভিশাপপ্রবণতা ভিখারীর সঞ্চয় নয় ; তার আছে প্রতারণার অধিকার,
মিথ্যাকে মূলকথা করে তোলার জীবনশিল্প ।

তারও থাকে অপত্যস্নেহ, প্রেমাকাঙ্খা, উচ্চাভিলাষ ।
ওই যে অভিনেতা আজ ভিখারীর অভিনয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছে
উচ্চরোল ঘন করতালি, সে এসব কিছুই জানে না ।

অবতার উৎসাহ ও এইসব ভিখারী চালাকির মাঝখানে,
ওই অভিনেতার তাবৎ না-জানা, আমাকে অনিচ্ছুক কথক করে তোলে !

ভুলে যেতে বলে সব দুঃখের দুঃসহ স্মৃতি ।
যেহেতু প্রত্যেক দুঃখের মধ্যেও থাকে অনেক না-জানার অত্যাচার ।

২৮

ঘুমোতে যাবার আগে ভেবে দেখি, জেগে
থাকার মধ্যেও—কতক্ষণ ঘুমিয়ে থেকেছি।

জেগে ওঠার পর জেনে যাই—আসলে
ঘুমের মধ্যে, কতক্ষণ জাগ্রত ছিলাম।

স্বপ্নে যে বিভিন্ন নদীর গতিপথ বিষয়ে কথা
বলে, সে আসলে কবিকন্যা। বাস্তবে সে কলকাতার
কাছেই কোনো এক ছোট্ট জঙ্গলের গল্প বলেছিল।
জানলা বেয়ে কাঠের বাংলোর দোতলায় উঠে যাবার কথকতা।

সে গল্প স্বপ্ন মনে হয়। অথচ স্বপ্নের এই
কাবেরী নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কাহিনী, কি যে বাস্তব!

২৯

সাধনার জন্য পড়ে থাকে ভবিষ্যৎ, বর্তমান অনাচারে চলে যায়। ছিদ্রান্বেষীদের কাছ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয় না আর।

হে জীবন, বিধ্বস্ত করো। কবরের শ্যাওলায় ফুটে ওঠে যে নামহীন ফুল, তারও চেয়ে তুচ্ছ করে তোলো আমার ভার।

জাগরণের অস্থির তাপ আমি জানি। তন্দ্রালু অবসন্নতার মায়া জানি আরও ভালো। ভাঙা মন্দিরের ঘাটে এত রাতে আমার পা ছুঁয়ে ফিরে যায় জল, ভালোবাসা, অর্থহীনতা। পর পর পালতোলা তিনটি নৌকো সার্থকতার মত চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়। তারা যেখানে যায়, আমি সেখানে কোনোদিন যেতে পারবো না।

ঝুল ঝাড়া, শাবান মাখা ও চিঠি লেখার জন্য
আমাকে ফিরে আসতে হবে ঘরে।

৩০

যাকে প্রত্যাখ্যান করেছি একদা, তাকে দেখে ঈর্ষা করি
কেন আজ ? এই ঈর্ষা ও প্রত্যাখ্যান, কোনো নিদ্রাহীনতার গল্প
জানে না ; জানে জাগতিক সুসমাচার ; জানে অপ্রকাশ দগ্ধতা,
আর দরজা খোলা খাঁচা থেকে যে পাখি যেতে চায় না কোথাও
—তার চোখের জল ডানার পালকে মিশে যাওয়ার গল্প……

যাকে ঈর্ষা করেছি একদা, তাকে প্রত্যাখ্যান করা গেল না
কিছুতেই। কতদূর সফলতা পেলে, একজন খুনী—হয়ে
উঠতে পারে উদারতাবিলাসী এক দাতা ?

প্রত্যাখ্যান ও ঈর্ষার মধ্যে ঘুরিফিরি। তবে প্রেমিক
হতে পারিনি কখনো।

৩১

মুহূর্তের জন্যে যেই থেমে গেল ঢেউগর্জন, তুমি কথা
বলে উঠলে—বিশ্রাম করছে, দেখ, সমুদ্রও বিশ্রাম করে,
পরমুহূর্তে সেই ভুল ভেঙে দিয়ে দ্বিগুণ গর্জন করে
ওঠে সমুদ্র, আছড়ে পড়ে স্তব্ধ সৈকতে, যেন আমার অতীত ;
তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলারও সুযোগ পেলে না ; বলে উঠলে—
না, না, এ হয় না ; অবিশ্রাম এই গর্জনের বিলাসিতা···না···

কি করে বোঝাবো, আর কোনো উপায় ছিল না ।
আজীবন ভেঙে ভেঙে পড়া, জীবনের পর জীবন ধরে
এইসব ক্রমশঃ ভাঙন, সবই যে, কি করে বোঝাবো,
শুধুই তোমার জন্য······

বোধ হয় শব্দহীন এক ভাষায়, হয়তো পায়ের নখের
আঁচড়ে—সমুদ্রের বালুকণাগুলিকে তুমি বলে রাখলে—
না না, এ হয় না, এ হয় না ।

তখন নক্ষত্রের চেয়ে থাকার মতো ধ্রুব, ভাঙা
ঢেউয়ের ফিরে যাওয়ার মতো চিরন্তন, আমার হয়ে
ঝাউবনের হাওয়া কি তোমাকে বলেনি—উপায় নেই,
উপায় নেই, উপায় নেই······

৩২

এ যাবৎ, অনেক সতর্ক ছিল আমার ছন্দ, চলাফেরা ;
শিকারীর তাৎপরতা নয়, অস্ত্র ছিল সুযোগ ও তার বহুবিধ
ব্যবহারবিধি। তবে আজ বৃথা যাবে সব কান্নাকাটি ;
ভুল হয়ে উঠবে সমর্পণ, আত্মগোপনপ্রবণতা ?

তবে ধরা দাও। ধরা দিয়ে, ধ্বংসকে নির্মাণ করো আজ।

৩৩

তুমি কেন মনের মতো নও? এই কথা বলে তাবৎ পৃথিবীর দিকে আলো ছড়িয়ে দেয় যে সূর্য, তাকে কেউ আক্রমণ করেনি কখনো—তবু তার অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়েছে কালো এক গহ্বর—যা ক্রমশঃ তাকেই গ্রাস করে ফেলবে একদিন। এ কি আত্মরতি? ভালোবাসার আধারের মধ্যে কাঙ্খিত স্বর্গকে খুঁজে না পেয়ে মানুষ যেভাবে গোপন করে তার ব্যক্তিগত ক্ষয়স্বরলিপি?

৩৪

পাহাড়ী গুম্ফায় নয়, নীলাকাশের মত স্নিগ্ধ ওই
বুদ্ধমূর্তি আজ ছায়া ফেলছে চেতনায়। ওই নির্লোভ সমাহিত
অভিক্ষেপ তবে শান্তি নয়, জ্ঞানের অন্তিম থেকে আহরিত।

ওষুধ আর ঝগড়াঝাঁটির পাশাপাশি ব্যর্থ এক বুদ্ধের মত
জেগে থাকি—বিশ্লেষণ কোথাও পৌঁছে দেয় না আমাকে।

সবই তো অভ্যাস নয়। বিশ্বাস, যা কাঁচের পাত্র,
তবে ভেঙে যাবে বলেই নির্মিত? ভালোবাসা তবে সেই
পাত্রের তরল পানীয়, পান করা শেষ হলে অতৃপ্তি ছাড়া যার
আর কিছুই থাকেনা?

তাহলে উপেক্ষা করি ধ্বংসের তাণ্ডব। উপেক্ষা করি
চেতনায় বুদ্ধের সমাহিত ছায়া। জেগে থাকি নিরন্তর
চাওয়ার ভেতরে।

৩৫

হিসেবের ভবিষ্যৎই এই. যে, হিসেব ভুল হয়ে যায় বার বার
মানুষের ভবিষ্যৎ হল, সে হিসেব ঠিক রাখতে চায় বার বার।
যাকে ভুল হয়ে যেতে হবে অবশেষে, তাকে ঠিক রাখতে
চাওয়ার এই চেষ্টা থেকেই যাবতীয় গণিতের জন্ম।

অনেক ভুলের ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের অন্ধকার ঠিক
দিনগুলি হাতের মুঠোর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে একের পর এক।

৩৬

তবে ফিরে আসতেই হবে কবিতার কাছে। ওই কাঠের আলমারির কাছ থেকে অনেকদিন দূরে থাকা গেল। অসুস্থ মায়ের কাছেও অনেকদিন যাওয়া হয় না অনেক কারণে, লালকণ্ঠি ওই টিয়াপাখি যত ডাকে তত তাকে ছোলা দিতে ভুলে যাই কেন? অবলম্বনের স্বভাব আসলে পায়ের তলা থেকে সরে সরে যাওয়া। এই সরে যাওয়ার স্বভাবকে পাল্টে দিতে চাই বলে বেঁচে থাকি; অন্যদের মনোযোগ কেড়ে নিতে চাই বলে মন দিয়ে ধুয়ে রাখি থালা, প্রেসার কুকার।

এসবের মাঝখানে কবিতা ছাড়া বার বার
ফিরে যাবার মত আজ আর আমার কেউ নেই।

৩৭

তুমি কি মানুষ নও, পরিসীমা ? শুধুই কুকুর ? ছুঁড়ে দেওয়া বল মুখে নিয়ে ছুটে ছুটে ফিরে ফিরে আসো ; তোমার তো লাজ-লজ্জা নেই ; আত্মসম্মান ? তুমি কি হ্রদের ধারে নিচু হয়ে কুড়িয়েছো ফুল, কোনোদিন ? তুমি কি ত্যাগ করেছো কখনো বৃত্তকে ? করে দেখো, বিন্দু কোনো বৃত্ত নয় ; বিন্দু ছিল তোমারই শরীরে—আর, ওই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার যাবতীয় অহংকার ভেঙে—তুমি নয়, বৃত্তই তাড়া করবে তোমাকে, বলবে, ছুঁড়ে দাও যাবতীয় রবারের বল, আমি এক ছুটে, দেখো, ঠিক কুড়িয়ে আনবো ।

৩৮

অন্তরের চাপ থেকে উঠে আসে শিলাস্তম্ভ, কলিঙ্গের
যুদ্ধস্মৃতি ; সমস্ত ভূপৃষ্ঠ জুড়ে অশ্লীল রোদ ও তাপ ; ভিক্ষার
অবমাননাগুলি ধুয়ে রাখে পাখি ; উন্মাদ বাতাসে আছে
উৎসর্গপ্রিয়তা ; বেবুনের চাপা হাসি, প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল
উদরাময়তা। তারপর কালো জাম খেতে এসেছে বনঘুঘু।
অথচ ন'কাকা দেখা করতে আসেনা অনেকদিন ; ন'কাকা
এলেই পর্বতমালার গল্প বলে—আল্পস্ স্ট্যাটেফিয়ার
আগ্নেয়ভস্মের গল্প ; ক্যাকটাসের শ্রেণীবিশ্লেষণ ; কিন্তু
কোনো কঠিন কথাই আমি বুঝতে পারিনা ; তাই চা খাই,
হাসি, মানে ঠোঁট ফাঁক করে বসে থাকি। চেতনার বিপরীতে
শেষ হয়ে আসতে থাকে ভূমিকম্পের সমস্ত প্রস্তুতি ; প্রপাতের
গালগল্পে অযথা উত্তেজনার তবুও কেন যে কোনো শেষ নেই—
সে রহস্য ন'কাকাই জানে। বনঘুঘু বোধ হয় কিছুই জানে না
জানে শুধু কালো জাম···জানে না বলেই হয়তো
এ জীবন মনের মতো হল না।

৩৯

রুপোলি পেয়ালা তার নাম, তার পেট কেটে ছেড়ে দিই
কাঁচা তেলে, নুন ও হলুদমাখা পেটি শব্দ করেনা কোনো,
বিনাশর্তে রঙ পাল্টায় ; তাকে উল্টে দিতে যাই অভ্যাসবশতঃ,
সে তখনি চুরমার হয়ে ভেঙে যায়, অযথা সকালবেলা এই
দুর্বিপাক, ভাঙচুর দেখি বসে বসে, খুন্তি হাতে নিয়ে।
রক্তাক্ত রুপোর আঁশ ছাড়িয়েছে মাছের ব্যাপারী, আমি শুধু ধুয়েমুছে
নুন মাখিয়েছি, যথারীতি ফেলে দিয়েছি কানকো, শিরশিরে
কালো পিত্তরস, যথেষ্ট হত্যাকারী নই ভেবে ভালোই ছিলাম।
প্রত্যেক খুন্তির চাপে মৃত সব মাছেদের দেখি, প্রতিবাদ না করেই
অনায়াসে সুচতুর ভেঙে যায়, ঝরে যায়, জেগে থাকে কাঁটা। সেই
কাঁটা আর আমি, একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকি ; মাঝখানে

মুখ টিপে হাসে কাঁচা তেল ও অপরিণত আঁচ।

৪০

এই বুঝি যুদ্ধ শেষ হল—এ আতঙ্ক অস্ত্রবিক্রেতার ;
লোকক্ষয় হবে বলে পিছিয়ে থাকেনি বিজ্ঞান, শুধু বিপদ
ডেকে এনেছে আবেগময়তা।

নদীতে ভাসছে প্রেম ও দাপটের মৃতদেহ। ওই দুই মৃতের
কাহিনী ভিন্ন ভূখণ্ডে গিয়ে অপরিণত উদ্ভিদপ্রকৃতিকে বলে
রাখবে কয়েকটি পরিযায়ী পাখি।

নারীমাংসলোভী ছিঁচকে প্রেমিক দেখে বেড়ালেরা তাই
আজ আর হাসেনা।

মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দুপুর বেলার বিষণ্ন কুকুরেরা
শ্লোগানের সুরে সুরে কাঁদে।

৪১

এক হাজার বছর পরে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখি
দু'হাজার বছর আগেকার
রন্ধনপদ্ধতি বিষয়ে গবেষণা হয়ে চলেছে বিস্তর
অনেকবার বলে যাওয়া সত্যগুলি
আবার কেমন করে যেন ভুলে গেছে, যারা বলেছিল
—চিরসখা হে, ছেড়ো না...

রক্তাক্ত পেরেকগুলি ধুয়ে মুছে তুলে রাখি আজ।
অন্ততঃ মনোযোগচিহ্নগুলি
এখনো যে লেগে আছে তাতে।

৪২

যতবার মনে হয়, আর নয়, এ জীবন শেষ হয়ে এল
নিশ্ছিদ্র এ আঁধারে গুঁড়ো হয়ে মিশে যেতে হবে
লাভ হল শুধু অপমান

ছুটোছুটি সার হল, অনেক অনেকবার বলা হল
বহুবার বলা কিছু কথা,
নিজেকে উজাড় করে ছুটে গিয়ে
শেষে দেখি লোকে বলছে—খোকা !

যতবার মনে হয়, আর নয়, এ জীবন শেষ হয়ে এল
ততবার খুলে যায় অলিখিত আলেয়া-দরোজা

যা ছিল স্বপ্নেরও বেশী, তারা এসে খেলা করে পায়ে।

৪৩

ভালোবাসা নেই, আজ করতলে ওষুধ রয়েছে, কখন যে
অবিশ্বস্ত ফুলগুলি অতিপ্রাকৃত এক
জয়মাল্য থেকে ঝরে পড়ে গেছে

জানতে পারিনি তার ধারাভাষ্য ; আজ আবিষ্কার করি—
জানাতে পারিনি।

আমার যা ছিল তাকে বিদ্রূপ করেছে শুধু নিষ্প্রাণ তীব্র করতালি।

শিশু নই, গাছের পাতা গুণতে পারি না।
উন্মাদের মত সংখ্যাতত্ত্ব, গাছের পাতার, বলতে
পারিনা, কেননা
উন্মাদ নই।
বিপ্লবী নই—যেহেতু
অন্ততঃ, নিজেকেও বিন্দুমাত্র বদলাতে পারিনি।

শিশু হলে এতদিনে বালক অথবা
যুবক অথবা
হয়তো মানুষ হলেও হতে পারতাম।
উন্মাদ হলে
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসতে পারতাম।
বিপ্লবী হলে
ভালোমন্দ খেয়ে, কিংবা উপবাসে থাকতে পারতাম

নারী নই—'না' শুনলেই রি রি করে উঠবে গা।
'না'—বললেও কিছুই করতে পারি না।
পুরুষও নই—তিক্ততার পরিচর্যা তাই
তেমন পরুষভাবে করতে পারি না।

কিছুটা মধুর, অল্প তৃপ্ত, আমি
তোমার মহাপ্রয়াণের উপলক্ষ্যমাত্র, হে প্রভু!
পবিত্র মত পাইনি বলে
প্রতিশোধে পতিত হয়ে আছি। জানি, তুমি
তবু দেবে, সব দেবে, সব দিয়ে যাবে। শুধু

নিজেকে দেবে না।

৪৫

আগে দাও, ফিরিয়ে দেবার কথা পরে হবে।
সন্দেহের কারুকার্যে শৈশব গিয়েছে জলে, সম্পর্ককুমীরগুলি
মাংস ছাড়া কিছুই বোঝে না আর ; জলে ছায়া, জলে
আন্দোলন, পাঁক, ফুল, জলজ উদ্ভিদের চাপা মায়া।
নেশার গুহায় ঢুকে যৌবন গিয়েছে চলে বার্দ্ধক্যজড়তার
জালে—আজ শুধু আঁশগুলি ঝরে পড়ে সর্বাঙ্গস্বরূপসার থেকে

শিশুর সারল্যে আমি সেই আঁশ থেকে খুঁজে ফিরি সোনা
শিশুর মায়ায় আমি তাকে তুলে দিই প্রতিবেশী শিশুটির দিকে
শান্ত দস্যু দেখি শুয়ে আছে দীঘির চাতালে
শিশুদের অত্যাচারে পুনর্জীবিত হয়ে বলে ওঠে—

আগে দাও, ফিরিয়ে দেবার কথা পরে হবে।

৪৬

ধু ধু প্রান্তর থেকে উদ্ভিদসবুজের দিকে
জীবনতারামাতৃকার সুসহনশীলতার দিকে

একা একা ডেকে ডেকে কারা উড়ে যায়
তারা কি বসন্তবাহী? শুধুই কোকিল?

দুঃখের পায়রা তারা নয়, নিরাশ্রয়, নিরাশ্রয়;
বায়সের ভার তারা, ডানা কালো, শিল্পসার পাখি।

তুমি কি বায়স হবে? নাকি শুধু অস্থির চড়াই
ধূলিস্নান সেরে নিয়ে কিচিরমিচির করে যাবে?

প্রিয়ার বিরহে কালো ডানাগুলি খুলে দেয় কারা
—তুমি যাকে শিল্প বলো, সে আসলে আর্তনাদজাল?

১. (প্ররোচনা)

প্রয়োজন ছিল এই অপ্রস্তুত আত্মকথনের, প্রয়োজন ছিল
নীচু গলায় এই স্বীকারোক্তিপর্ব ? বাড়ি ফেরার আগে
পথ বদলের এই আশ্চর্য বিধান মেনে নেওয়া
প্রয়োজন ছিল ?

আমার অভাববোধ তাহলে কৃত্রিম
অনিচ্ছুক ভ্রমণের দিকে তোমাকে ঠেলে দেওয়ার নির্ধারিত ছল !
পূবকল্পনার শিকার হয়ে
আত্মরক্ষার কোনো ভূমিকা ছাড়াই
শশব্যস্ত রাজপথের যাবতীয় মুখরতা ম্লান ক'রে
অমলিন ওই উচ্চারণ :
—"মুখোমুখি না হওয়াই ভালো আর
কেননা আমি অকুণ্ঠিত, ধরা দিচ্ছি লজ্জাহীনের মতো"

তারপর পথবদল হল আরো কত
তারপর প্রশ্নবিক্ষেপ, উত্তরের সত্যতানির্ণয়
তারপর অদর্শনজাত আমাদের আত্মার রমণ
তারপর হঠাৎ একদিন

—"কেন ধেয়ে এলে অতর্কিত অশ্বারোহীর মত
কেন তুচ্ছ করে দাও যাবতীয় স্থিরতাপ্রস্তুতি
কেন কেড়ে নিচ্ছো জাগরণ বর্ণমালা, কেন কেড়ে নিচ্ছো ঘুম ?
কেন এলে আমার অভিমুখে ?

আমি তো ছিলাম গাছের পাতার মতো প্রকাশ্য আড়ালে
আমি তো ছিলাম পাহাড়ী বাতাসে যেমন বৃষ্টির কণা মিশে থাকে
আমি তো ছিলাম থাকা আর না থাকার প্রভেদ না মেনে
আমি তো ছিলাম শ্যাওলার নিচে যেমন পাথরেরা থাকে
জীবনের নিচে অন্য এক নির্বিরোধী অজীবন নিয়ে

আমি তো আমার মতো ছিলাম ;
সেই কবে ঠিক তোমারই মতন এক দুর্বৃত্ত পুরুষ
আমার শীর্ণ হাত ধরে বলেছিল—দাও, আমাকে দাও…

তোমার সর্বস্ব দাও, যথেচ্ছাচার কোনো ভুল নয়, অভিমানমাত্র ;
আমাকে উন্মাদ করো, অধিকার করো তুমি আমার আত্মার সারাৎসার

বিবেচনার ফাঁক দিয়ে গলে যাচ্ছে ক্ষণসুন্দর এই যে যৌবন
সে অযথা প্রাজ্ঞ হয়ে উঠলে অনুভূতির রাজ্যে জ্বলে উঠবে চিতা
সন্দেহের মধ্যে দিয়ে যা যা জেনে নিতে চাও
তা সবই অবান্তর প্রশ্ন :
—আত্মসমর্পণের আগে দ্বিধা শুধু ততটুকুই ভালো
যতখানি সুন্দরের শর্ত, তার বেশী হলে
ভেঙে পড়বে আয়োজন শিল্পকলা ; লুঠ হয়ে যাবে
সময়ের গূঢ় সংস্পর্শ, অশ্লীল হয়ে উঠবে তুচ্ছ এই শারীরিকতা—

জয় নয়, পরাজয় নয়, ফাঁকা অঙ্গীকার নয় আর
এসো, তুমি মুছে দাও সব জটিলতা, আমাকে সৎকার করো, সংবদ্ধ করো.
ম্লান করে দাও সব বিধিবদ্ধ শিলালিপি, আচ্ছন্ন হতে দাও সুখে—

কত কী যে বলেছিলে, সব কথা মনেও পড়েনা
সময়ের বিস্তীর্ণ পলি দেখে বহুদূরে থমকে যায় স্মৃতির জাহাজ।
শুধু সেই শিহরণ মনে পড়ে, অস্থিমজ্জামাংসমেদশিরাউপশিরা
দামাল এ' রক্তের দোলাচল স্তব্ধ ক'রে চকিত প্রবেশ
মুখর আবেশ থেকে দ্বিধার নক্ষত্রগুলি নিঃশব্দে ঝরে গেছে সব
কখন যে লুঠ হয়ে গেছি
অবহেলায় দান ক'রে দিয়েছি জাগরণ, কখন যে, মনেও পড়েনা—

শুধু তার চলে যাওয়া মনে পড়ে

লুপ্ত চেতনার ঘোর থেকে সংবৃত বর্তমানে ফিরে আসার আগেই
কর্ষিত মৃত্তিকার মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে আছি জেনে
বিপর্যস্ত বোধ থেকে বাস্তব প্রাপ্তির দূরত্ব বুঝে নিতে যেটুকু সময়
তন্ময় অভিলাষ থেকে মূর্খ বঞ্চনার দিকে যেতে
যতটুকু অবসর লাগে

তার আগেই চলে গেছে তৎপর পুরুষ বণিক
নতুন বন্দরে তার পরিব্যাপ্ত প্রয়োজন মেটাতে

না না , আমি তাকে তঞ্চক বলিনা
পুরুষের লুপ্ত পূজাবিধি
অসম্মান ক'রে তবু সূর্য উঠেছিল,
সেই সূর্য প্রাকৃতিক. আমার আঁধার ভেঙে আলো দিতে পূর্ণ অক্ষম ।
আমি ততদিনে
ভেদ ক'রে চলে গেছি প্রকৃতি ও জড়তার সীমা, দেখেছি বৃক্ষও বোঝে
অসংবৃত হৃদয়ের তাপ
রুক্ষ লাল মাটি
আমার প্রাণের মতো অপেক্ষাকাতর
রাত্রির আকাশ এসে বলে যায় জীবনের নতুনতর মানে
শেষ ভোরের নিঃসঙ্গ নক্ষত্রকে
আমি ছাড়া সান্ত্বনা দেবার জন্যে কেউ জেগে নেই ··

যেভাবে শ্যাওলার নিচে পাথরের মন জেগে থাকে
সেইভাবে বেঁচে ছিলাম এতদিন
যেভাবে গাছের ভাষা মানুষকে ক্ষমা করে উপেক্ষায়
সেইভাবে লুকিয়ে থাকতাম ।
হয়তো এ জীবন অতিবাহিত হয়ে যেতো
আধো ঘুমে, আধো জাগরনে,
হয়তো অপমানগুলি অস্পষ্ট হ'য়ে থাকতো আজীবন ,
হয়তো ধরা দিত না কোনোদিন আমার প্রত্যক্ষ প্রয়োজনমালা···
হয়তো গাছের পাতার মতো ছায়ার ভূমিকা হয়ে অপ্রত্যক্ষ থেকে একদিন হঠাৎ
ঝ'রে যেতাম···
হয়তো আরও হাল্কা হয়ে উঠতো আমার মৃত্যু ।

যদি না চেতনার মধ্যে চকিতে জাগিয়ে দিতে ওই অশ্বক্ষুরধ্বনিদল···
যদি না বিধ্বস্ত করতে জাগরণ বর্ণমালা, বিপ্রস্ত করতে ঘুমঘোর···"

এসব তোমার গল্প ; এসব, আমার গল্প নয় ।

আমার গল্পটা
এক অভিশপ্ত অবতারের গল্প, অথবা শাপগ্রস্ত দেবতার
এক লক্ষ্যভ্রষ্ট ঋষির গল্প, অথবা উদাসীন কোনো ফকিরের
এক মোহগ্রস্ত লম্পটের গল্প, অথবা বিবেচনাহীন কোনো ভিখারীর
এক আগ্রাসী যুবকের গল্প, অথবা অতিপ্রাজ্ঞ কোনো অকালবৃদ্ধের
এক বেপরোয়া ভ্রমণবিলাসীর কথকতা, অথবা স্বভাবতুষ্ট কোনো অগৃহীর...

অভিশপ্ত, কেননা মানুষকে সাপ ব্যাঙ শেয়ালের বেশী কিছু মনেই হলনা
শাপগ্রস্ত, কেননা পাবার আগেই দিয়ে দিতে হল সব যা ছিল নিজের
লক্ষ্যভ্রষ্ট, কেননা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাওয়া বোকাদের পক্ষেই সম্ভব
উদাসীন, কেননা সব অর্থহীন জেনেও হেসে ফেলা অসম্ভব নয়
মোহগ্রস্ত, কেননা বাঘনখ গোপনে রেখে কারা যেন মাঝে মাঝে ভালোবাসবার
কথা বলে ওঠে
অবিবেচক, কেননা কার্পণ্যের করুণ পরিণতি অজানা ছিলনা
বিষণ্ণ, যেহেতু প্রতিবেশীদের জ্ঞানোদয় কখনো হবে না
অভিনয়পটুত্ব ছাড়া আত্মরক্ষার কোনো অস্ত্র ছিলনা
সঞ্চিত ক্রোধের জন্য আগ্রাসী উত্তাপ ছিল প্রতিবাদে সহসা উত্তাল
যাবতীয় ব্যর্থতা তবু সুসংবদ্ধ হয়ে যেত ধীর প্রাজ্ঞ দার্শনিকতায়
ভ্রাম্যমানতার মতো বন্ধু নেই বলে গোপনে রয়েছি আজও অগৃহী...

সেইসব অতর্কিত আবিষ্কারময় দিনরাত্রির কথকতা
তুমি আর নাই বা শুনলে ;
শুধু এইটুকু বলা ভালো
—সামাজিক হয়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল।

২. (গুহাপথ)

বন্ধু নেই শত্রু নেই পথ অসংবদ্ধ
নিদ্রা নেই স্বস্তি নেই রাত্রি অস্থিরতাময়
কোথায় যাই কোথায় ফিরি কিছুই বিধিবদ্ধ নয়
কোথায় থাকি কোথায় খাই কিছুই স্মৃতি ধরছে না
সবাই বলে পাগল কিন্তু ছেলেটা ছিল ভালোই
গ্রহের ফেরে কপাল পোড়ে জীবন ঘোরে অজান্তে

কার যে কখন পান্তা ফুরোয় এক মুঠো নুন আনতে
আত্মীয়েরা দেয় উপদেশ এক গ্লাস জল দু'এক টুকরো সন্দেশ
বন্ধুরা দেয় বিড়ি সিগারেট এক ভাঁড় চা ভৎর্সনা আর তিরস্কার
মেয়েরা তাকায় সমবেদনায় মুখ ফিরিয়েই চলেও তো যায়
পুলিশকে দেখি নকশাল খোঁজে পাগল দেখলে বিরক্ত হয়
পাড়ার ছেলেরা চাটিফাটি মারে কখনো বা বলে,
'আমি ভাবলুম বোধ হয় অমল তুই যে কমল অতটা ভাবিনি'—
মাথার ভেতরে রোদ্দুর ঢোকে বেশ নেশা হয় সারাদিন পথে ঘুরে
ব্যস্তব্যাকুল লোকজন দেখি যুবতীরা যায় পৃথিবী ধন্য করে
কিসের নেশায় কোথায় ছুটছে বাচ্চা বুড়োরা কিছুই বুঝতে পারি না
কোনো কাজ নেই অকাজের মতো ক্ষমতাও নেই কি করি কখন জানিনা
বোবা দর্শক বেঁচে আছে তাই অভ্যাসে বাঁচে দেখে আর শোনে তেমন কিছুই করেনা
কিংবা বলেনা
মাথাটা খারাপ কিন্তু তেমন ক্ষতিকর নয় হয়তো
দেখতেও বেশ নিপাট সরল টানা টানা চোখ শান্ত
ব্যবহারও ভালো অযথা প্রলাপ বকে না
শুধু মাঝে মাঝে হাবা চেয়ে থাকে কত কী যে ভাবে কে জানে
খুঁজে পেতে চায় জীবনের কোনো সঠিক ভিন্ন মানে।
হৃদয় কোথায় রাখবো সে কথা অনেক পরের,
উনুনের কাছে চীৎকার করে ওই যে রমণী সে আমার মা
বাতের ব্যথায় ঘরের কোণেতে যিনি কাৎরান তাঁকে বাবা বলে মনেই হয় না
ছেলেমেয়েদের নামগুলো তাঁর কিছুতেই ঠিক খেয়াল থাকেনা
হাবলুকে তিনি গাবলু বলেন টুবলিকে তিনি বাবলি
শুনেছি এতই নিরীহ ছিলেন জীবনে কিছুই পারেননি করে উঠতে
এত ভাইবোন ঘরে খেলা করে ছটফট করে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম
আমার গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যতটা আদর আমার প্রাপ্য ছিল
উদাসীন এই কঠিন শহরে ঠিক ততটাই অনাদর অবহেলা
পাশের বাড়ির ছেলেটি আমায় জামাপ্যান্ট দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে
হঠাৎ বলতো,—'দারুণ লাগছে, যা তো তুই ওই বাড়ি থেকে আজ কাকলিকে ডেকে
আন'—
ঘুরতে ঘুরতে এভাবে কখন নেশার গুহায় ঢুকে গেছি আমি নিজেই জানিনা

গাঁজা ট্যাবলেট মদ ও চরস হেরোইন দিয়ে মোড়া কলকাতা
আশ্রয় দিত, মানুষ যা দিতে শর্তের পরে শর্ত আরোপ করে।

ময়লা জামা-কাপড় প'রে এক আত্মীয়ের বিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলাম বলে তাদের
কী লজ্জা ও ব্যস্ততা
ভুল আত্মসম্মানের লোভে অনর্থক সংযমী হয়ে ওঠার প্রশ্নই ছিল না।
পিঠে হাত রেখে কেউ কিন্তু বলেনি—'তোমার তো এরকম হবার কথা নয়'
বরং আমার নকল পাগলামি দেখে সবাই হাততালি দিতেই ভালোবাসতো···

শুধু এক অবিশ্বাসিনী বলেছিল :
তোমাকে মানায় সেতার হাতে নিয়ে ম্যাক্সমূলারে
তোমাকে মানায় রঙ তুলি নিয়ে ইজেলের সামনে দিনের পর দিন
তোমাকে মানায় না এই পথে পথে ঘোরা
হৃদয় সংস্থাপনের জন্য তুমি খুঁজে বেড়িও না অন্য হৃদয়···

তাকে তো দেখেছি শহরের কোলাহলআকীর্ণ নিয়নের আলোয়
তাকে তো দেখেছি সমুদ্রের আবহে সৈকতের হাওয়ায় হাওয়ায়
তাকে তো দেখেছি ঢেউবালিকার আদরে আর্দ্র হতেও

তার সমাদর অসম্ভব ছিল আমার রাজ্যে যেখানে
রুক্ষ বালির প্রান্তর ভেঙে শুধু বেদুইন যায়

বরং এই কালো অন্ধকার গুহা আমার একার
আত্মবিলোপের আনন্দে আমি এখানে এঁকে রাখবো রণচিহ্নময় শিল্পকলা
সেইসব শিকারের ছবি মানুষের দিগ্বিজয়ের মন্ত্র বলবে
যদি না আমার নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা বলে···
এই স্বেচ্ছানির্বাসনের ক্ষয় স্বরলিপি
অতিক্রম করে যাবে তাৎক্ষণিক এই ক্ষণসুন্দর জীবনের তুচ্ছতা···

৩. (অবিদ্যার আলো)

ঈশ্বর, অর্থাৎ অবিদ্যার পরিচারক, নিষ্ঠুর ও বিবেচনাহীন বলে যাঁর খ্যাতি
অপক্ষপাত নয়, বিদ্যার নির্বিকার জড়তা তাঁকে ছুঁতেই পারেনা
তিনি হয়তো আমারই মতো অবোধ কোনো আবেগসর্বস্ব দাতা

আমারই মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রেমিক
তবে নিঃসন্দেহে তৎপর ও কর্মিৎকর্মা নন তিনি ততো
সীমাবদ্ধ কোনো স্বামী নন
মানুষের সমাজ যারা টিকিয়ে রাখতে চায় বন্ধনে ও অব্যবস্থায়
নিপীড়িত হয়ে কিংবা নিপীড়ন ক'রে
যারা আবহমান রাখতে চায় এই নশ্বর জীবন
আমি তো তাদের কেউ নই
যেমন ঈশ্বর নন
অপমানিত ও সম্মানিতের হাতের পুতুল
আমারই মতো তাঁকেও মেনে চলতে হয় অনেক নিয়ম
বিধান তো অনেকেই দেয়
পৃথিবীতে অনাচার তবু আজও সর্বগ্রাসী হয়ে আছে কেন ?
আমি যে ঈশ্বরেরই অংশমাত্র
সেই সত্য মেনে নিলে সমগ্রকে জানার ব্যর্থতা
অপ্রয়োজনে তুচ্ছ হয়ে যায়
কে এক ভিখারী থাকে প্রত্যেক মানুষের মনে
আমি তাকে হত্যা করেছি
নারী যদি দিব্যতার বাধা
তবে তাকে আশ্রয় করেই অদিব্যকে পুরোপুরি জানি
অবিদ্যার বিদ্যুৎঝলকে
মোহময় হয়ে থাক যাবতীয় বিদ্যার ব্যর্থতা
সাক্ষী হয়ে থাকি।
জীবনকে দেখি অবনতমস্তকে
মানুষেরা কাছে আসে, মানুষেরা দূরে চলে যায়
আমি
সাক্ষী হয়ে থাকি।
'এ জীবন দিয়ে দিতে পারি'—বলে যে কণ্ঠলগ্না হয়েছিল একদিন
তাকে দেখি সামান্য সম্মানের লোভে কতদূর অমানুষ হতে পারে
'পায়ের তলায় চাই আমার পৃথিবী
তোমার হৃদয় নিয়ে রুদ্ধবাক বসে থাকো তুমি
আমি কাজ করি'

—কার কাজ ? কাজ কেন করে যে মানুষ !
আমি
সাক্ষী হয়ে থাকি।
অযোগ্যদের দেখি অভিযোগবর্ণমালা নিয়ে তৃপ্ত থাকে খুব
অভাবীদের দেখি
সমস্ত পৃথিবীর দিকে কেমন ঈর্ষার চোখে চায়
পরিশ্রমীদের দেখি
হৃদয়কে হত্যা করে বুদ্ধির গৌরব জানায়
সুখ তুচ্ছ করে তারা কৃত্রিম জয় নিয়ে থাকে
যদি কেউ সহৃদয় হয় দৈবাৎ
অপমানে নুয়ে থাকে তারা
আমি
সাক্ষী হয়ে থাকি।
কেউ কেউ
অবাঞ্ছিতের চাপে
ভুলে যায় বাঞ্ছিত জীবনের ছবি
তাদের সে অপমানিত আত্মত্যাগের ফুল
আজ কার পূজায় লাগবে ?
বিবর্তিত প্রাণের মায়ায়
স্বার্থসংঘর্ষ থেকে জন্ম নেবে কোন স্বর্গমায়া ?
যাবতীয় অবতারবাণী
ব্যর্থ হয়ে যায় আজ হরিণকে জল খেতে দেখে
ক্ষুৎকাতর বাঘ
মানুষের ছদ্মবেশে ঢুকে যাচ্ছে আরতিমন্দিরে
হাতে তার পূজার উপচার
ধর্মের জঙ্গলে কিলবিল করে উঠছে অধর্মের সাপেরা
কে আজ এখনও বসে সংযমের সংবাদ জানায় ?
সহ্য করো স্বেচ্ছাচার
প্রতিবাদের চেয়ে তবে প্রিয় ছিল অপমানিত জীবনের স্বাদ !
আমি
সাক্ষী হয়ে থাকি।

৪৮

জটা থেকে বেরিয়ে পড়েছে রক্তগঙ্গা
টলে উঠছে ধ্যানস্থ ওই মহাদেবের প্রশান্ত প্রতিমূর্তি
লাল হয়ে যাবে সমুদ্র
এই বর্ষায় সব বৃষ্টির রঙ লাল কেন ?

নদীতে স্নান সেরে ফিরে আসছে ওই যে
সাঁওতাল রমণী
নিঙড়ে নিচ্ছে আঁচল
তার পায়ের কাছের মাটি আজ লাল হয়ে
খয়েরী হয়ে যাচ্ছে
কেন ?
তার শাদা দাঁত থেকে জন্ম নিচ্ছে অমৃতময় ভারতবর্ষ
তার কালো চামড়ার ওপর ঝলসে উঠছে সূর্য
তার খোঁপার ভাঁজের ভেতর মুখ লুকিয়ে ফেলছে রাজনীতি
গুহা থেকে বেরিয়ে আসা সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে
সে হাসছে
দূরে, হত্যাপর্বের পর,
ওইসব অস্থায়ী যুদ্ধশিবির থেকে, ভেসে আসছে
মূর্খ উল্লাসকলরোল......

৪৯

আজ নয় কোনো ভালোবাসা। প্রক্রিয়ার শিকার
অনেক হয়েছি আমি ; তুমিও কি কিছুটা হওনি ?
সুবোধ আচার্য আজ দেবদাস হয়ে গেছে কেন ?
কেউ তার উত্তর জানেনা !
জেনেছি সমুদ্র শুধু কাঁদে, হাসে, খেলা করে, গান
কখনো গাইতে পারেনা—

সিদ্ধিদাতা খুঁজে আনে দামাল মাকাল ফলগুলি
আমি তার হিসাব রাখিনা
আমি তার হিসাব জানিনা।

৫০

এই নদী পার্বতীর অশ্রু, একে জটাজালে
ধারণ করেছিলেন দেবাদিদেব, তিনি সমুদ্রপ্রতিম,
সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হিমালয়ে ইদানীং থাকেন,
থাকেন অতল সমুদ্রপ্রদেশেও ; তাই
এই পূতসলিলা আসমুদ্রহিমাচল প্রবাহিনী ,

মহাকালসঙ্গিনীর ও দিব্যনয়নে, কেন অশ্রু ?
সীমাবদ্ধতায় যে বেঁধে রাখতে চেয়েছে অসীমে,
অশ্রু ছাড়া তার অন্য আশ্রয় কোথায় !

বাসি জবা, পাপ, মৃত পশু—সবই যে ভাসায়
তার দেহে অবগাহন এই আর্ত বর্তমানে
স্পর্শ দেয় মহাদেব, খণ্ড খণ্ড মহাকাল
গঙ্গাজলে, আমার এ অবসন্ন গায়ে
দিয়ে যায় প্রণতি ও প্রেম, অপমান, আবিষ্কার, সহনশীলতা